কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গতকাল বাজিতপুরে নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানকে অভ্যর্থনা দিতে শিক্ষার্থীদের এভাবেই ঘণ্টাব্যাপী রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ইনসেটে চেয়ারম্যান। ছবি : কালের কণ্ঠ

উপজেলা চেয়ারম্যানকে অভ্যর্থনা

তিন বিদ্যালয় ছুটি, চার হাজার শিক্ষার্থী রোদে

নাসরুল আনোয়ার, হাওরাঞ্চল ▶

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ছারওয়ার আলমকে গতকাল মঙ্গলবার বাজিতপুরে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটি দেওয়া হয়েছে তিন বিদ্যালয়। এ ছাড়া সরকারি নিষেধাজ্ঞা না মেনে পৌর শহরের ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রীকে অন্তত এক ঘণ্টা দুপুরের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

কয়েক শ মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাস নিয়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগের শত শত নেতা-কর্মী নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানকে ১২ কিলোমিটার দূরে কুলিয়ারচরের আগরপুর থেকে স্বাগত জানিয়ে বাজিতপুরে নিয়ে আসে। তিনি ঢাকায় শপথ নিয়ে ফিরছিলেন। যুবলীগ-

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

তিন বিদ্যালয় ছুটি, চার হাজার শিক্ষার্থী রোদে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের এ আয়োজনে হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের 'অতি উৎসাহী' প্রধান শিক্ষক শরীফুল ইসলামও তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্কাউট দল নিয়ে বাদ্য-বাজনাসহ যোগ দেন।

উপজেলা চেয়ারম্যানকে অভ্যর্থনা জানাতে গতকাল দুপুর পৌনে ১টার দিকে বাজিতপুর পৌরসভার সামনের সড়কে শিক্ষার্থীদের দাঁড় করানো হয়। এ সময় ছিল কাঠফাটা রোদ। সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে ছিল তাজা ফুল ও পাপড়ি। কয়েকজন শিক্ষক স্লোগান ধরার জন্য শিক্ষার্থীদের ধমক দিচ্ছিলেন। ১টা ৫৫ মিনিটে উপজেলা চেয়ারম্যানের গাড়িবহর এসে পৌঁছলে ছাত্রছাত্রীসহ অন্যরা ফুল ছিটিয়ে চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানায়। হুডখোলা গাড়িতে হাত উঁচিয়ে চেয়ারম্যান অভিবাদনের জবাব দেন।

বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় হাজার ছাত্র, রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার ছাত্রী ও নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রীকে রাস্তায় দাঁড় করানো হয়েছে। চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা জানানোর পরপর তিনটি বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

কয়েকজন শিক্ষক জানান, পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরীফুল ইসলাম গতকাল সকালেই বিদ্যালয়ের স্টাফ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে রাস্তায় ছাত্রদের ঠিকঠাকমতো দাঁড় করিয়ে রাখতে অন্যান্য শিক্ষকদের কঠোর নির্দেশ দেন। পরে তিনি নিজে বিদ্যালয়ের স্কাউট দল ও বাদ্য-বাজনা নিয়ে পিকআপ ভ্যানে করে আগরপুর চলে যান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক নেতা বা উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুই দফা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৯ ডিসেম্বর জারি করা প্রথম পরিপত্রের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'সংবর্ধনা বা পরিদর্শন উপলক্ষে স্কুলের ক্লাস বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না।'

সূত্র মতে, এ নির্দেশনা অমান্য করে দেশব্যাপী সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় গত ২৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. অলিউল্লাহ স্বাক্ষরিত আরো একটি সরকারি পরিপত্র জারি হয়। পরিপত্রের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়, সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারির পরও তা না মেনে সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আবারও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এ পরিপত্রে বলা হয়, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাজিতপুর হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরীফুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর মোবাইল ফোনে কথা বলতেই তিনি সাংবাদিকদের ওপর ক্ষেপে যান। একপর্যায়ে তিনি 'আপনাদের কাছে জবাব দিতে হবে নাকি? আপনারা দেশের প্রেসিডেন্ট?' বলেই ফোন কেটে দেন।

রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খায়রুল হাসান কাউসার জানান, উপজেলা চেয়ারম্যান তাঁর প্রতিষ্ঠানের সভাপতির ছেলে। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও ঘণ্টাব্যাপী ছাত্রীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার কারণ জানতে চাইলে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি।

নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহ মোহাম্মদ আফজাল শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা স্বীকার করলেও সময়টা বেশিক্ষণ নয় বলে দাবি করেন।

তবে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. আক্কুর মিয়া বলেন, 'উপজেলা চেয়ারম্যানের পিতা প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মিজবাহউদ্দিন সাহেব আমাকে একাধিকবার ফোন দিয়ে তাঁর ছেলেকে সংবর্ধনা দিতে বলেন।'

নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ছারওয়ার আলম জানান, এভাবে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে সংবর্ধনা দেওয়া নিষিদ্ধ, তা তিনি জানেন। তিনি বলেন, 'আমি শপথ নিয়ে ফেরার খবর জেনে এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংবর্ধনা দিয়েছে। এর জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আমরা এভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য বলিনি।'

কিশোরগঞ্জ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হারুন অর রশিদ সরকার বলেন, 'দুদফা সরকারের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার পরও শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এ ধরনের সংবর্ধনা দেওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক, অগ্রহণযোগ্য ও গর্হিত কাজ। তার পরও কেউ তা না মানলে আমরা তো অসহায় হয়ে পড়ি।' তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।